৩।৫ অধ্যায়ে শ্রীবিদুর মহাশয়—"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে যে ভগবদ্ বহির্মুখজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই মহাপুরুষগণ এই জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, এই শ্লোকার্থের সঙ্গে এবং ৩।৪।৭৫ শ্লোকে যে ভগবদ্‌বহির্মুখজনকে মহাপুরুষগণ কৃপাদৃষ্টি বিষয় করেন না, এই শ্লোকার্থের বিরোধের সমাধান অর্থাৎ বহির্মুখজনকে ভগবদ্‌ভক্তগণ কৃপা করিবার জন্যই এই জগতে বিচরণ করেন, অপর শ্লোক বলেন তাহারা কৃপা করেন না—এই দুই শ্লোকের বিরুদ্ধার্থের পরিহার নিম্নলিখিত প্রকারেই করিতে হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি অপরাধশূন্য ভগবদ্‌বহির্মুখতা দোষে দুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ-মাত্রে সেই দোষ নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্ উন্মুখতা ঘটে; আর যদি একে ভগবদ্‌বর্হিমুখ, তাহাতে আবার অপরাধী হয়, তাহা হইলে সেস্থানে মহতের সঙ্গমাত্রেই ভগবদ্‌বৈমুখ্য দোষ নিবৃত্তি হইয়া ভগবচ্চরণে উন্মুখভাব জন্মায় না। তবে যদি কোনও মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অপরাধাদি দোষ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীহরিচরণে উন্মুখভাব ঘটিতে পারে—এইরূপ সমাধানই করিতে হইবে। অতএব, যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে সেইসকল মহাপুরুষগণের কৃপা অবশ্যই হইবে। নিরপরাধ স্থলে কোন প্রকারে অবধান না থাকিলেও অর্থাৎ "ইনি মহাপুরুষ"—এইপ্রকার অনুসন্ধান না করিলেও এবং যিনি মহাপুরুষ তিনিও "এই জীবটি বড় দুর্গত, ইহাকে উদ্ধার করিব"—এই প্রকার কৃপাদৃষ্টি বিষয় না করিলেও সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গমাত্রেই ভগবচ্চরণে মতিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যে অপরাধী জনেও অপরাধের দিকে দৃষ্টি না করিয়া মহাপুরুষগণ নিজ করুণস্বভাবে কৃপা করেন, সেই অপরাধী জনেরই শ্রীহরিচরণে মতি লাভ হইবে। কিন্তু মহতের কৃপা ভিন্ন অপরাধী জনের কোন মহৎসঙ্গ প্রভাবেই শ্রীহরিচরণে মতির উদয় হইবে না। এই উভয়বিধ ব্যক্তিরই দৃষ্টান্ত নলকুবর এবং সাধারণ দেবতা। নলকুবর শ্রীহরিপ্রিয়া পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাজলে স্বর্গবেশ্যা সঙ্গে কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিল বলিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তু অমর্য্যাদা-কারী বলিয়া এক অপরাধী, শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে অবহেলা করাতে দ্বিতীয় অপরাধী হইলেও শ্রীপাদ নারদ তাহাদের অপরাধের দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিজ অহৈতুক করুণস্বভাবে—অগ্নি যেমন নিজ দাহনস্বভাবে বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া দহন করিয়া থাকে, তেমনিভাবে করুণা করিয়াছিলেন বলিয়া অপরাধী নলকুবর মণিগ্রীবও পূর্ব্বস্মৃতির সহিত